আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Abul Hassan Mahmood Ali, MP
Minister
Ministry of Finance
Government of the People's
Republic of Bangladesh

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের শিল্প, পরিবহন ও জ্বালানির পাশাপাশি বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহের ন্যায় ইউটিলিটি সেবাসহ বিভিন্ন জরুরি সেবা খাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনসেবা প্রদানের বাধ্যবাধকতার আলোকে, এ সকল প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম ও সরকার নির্ধারিত মূল্যে সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক অবদান রাখছে। অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কর্মকান্ড মনিটরিং, মূল্যায়নসহ তাদের বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত, অনুমোদন ও বাজেটের বিস্তারিত বিষয়াদি অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে।

বিগত অর্থবছরগুলোর ধারাবাহিকতায় চলতি বছরেও মনিটরিং সেল ৪৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনসহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বিবরণী প্রকাশ করতে যাচ্ছে। সংস্থাসমূহকে যথাক্রমে শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি, পরিবহন ও যোগাযোগ, বাণিজ্য, কৃষি ও মৎস্য, নির্মাণ এবং সেবা এই ৭টি সেক্টরে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকৃত ও সাময়িক হিসাব অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের নিট মুনাফার পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩৮.০৪ কোটি টাকা। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৩৭টি প্রতিষ্ঠান ১৩,৪০৫.৬৩ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ঠ বিশ্বমন্দা, বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি ও মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়ায় এসময়ে ১২টি প্রতিষ্ঠানের ১৯,৩৯৫.৫১ কোটি টাকা লোকসান হতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে বিশ্বমন্দার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাপূর্বক সংস্থাসমূহ অচিরেই তাদের লোকসান কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘলালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার সমুন্নতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ২০৪১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীতকরণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ৩২ হাজার ২১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত আধুনিকতম ও নিরাপদ প্রযুক্তিনির্ভর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিট থেকে মোট ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন শীঘ্রই শুরু হবে। দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে নতুন নতুন গ্যাসকূপ খনন এবং এলএনজি আমদানিসহ জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

যোগাযোগ ও পরিবহন খাতের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সরকার অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে আধুনিকতম প্রযুক্তিতে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছে। ফলে, রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দূরত্ব ও যাতায়াতের সময় হ্রাস পেয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার এ প্রভূত উন্নয়নে দেশের জিডিপি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, যা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম টানেল। এছাড়া, রাজধানীর প্রধান সড়কের যানজট নিরসনে উত্তরা থেকে মতিঝিল রুটে জাপানের কারিগরি সহায়তায় স্থাপন করা হয়েছে দেশের প্রথম মেট্রোরেল। উক্ত রুটের সম্প্রসারণসহ আরও ৫টি রুটে মেট্রোরেল স্থাপনের কাজ চলমান আছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে যুগোপযোগী উৎপাদন, সেবার মান ও পরিসর বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কর্মসূচি চালুর পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি অংশিদারীত্বের (পিপিপি) আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহের জন্য প্রণীত এ বাজেট সরকারি নীতিমালার সফল বাস্তবায়ন, গৃহীত কার্যক্রম পরিবীক্ষণের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণসহ সর্বস্তরে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়